যায়যায়দিন

তারিখ ..... 2 APR 2009
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ......১...

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা

ছাত্র রাজনীতি সাময়িক বন্ধ হওয়া দরকার

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সোমবার রাতভর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ঢামেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আসাদ রাজিব নিহত এবং কলেজের ডা. ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাসের সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমানসহ অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সংঘর্ষের সময় ফজলে রাব্বি হলের অন্তত ৪০টি কক্ষ ভাংচুর হয়। ঘটনার পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বাদে সব পরীক্ষা স্থগিত করে মঙ্গলবার বিকাল ৪টার মধ্যে ছাত্রাবাসগুলো খালি করা হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। পুরো ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে থমথমে অবস্থা। এ ঘটনায় কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মুহিউদ্দিনকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পরবর্তী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

এ ঘটনায় নিহত রাজিবের সমর্থকরা বলছেন, ফজলে রাব্বি ছাত্রাবাসের প্রভোস্টের সহযোগিতায় বহিরাগত সন্ত্রাসীরা ভেতরে প্রবেশ করে এ তাণ্ডব চালিয়েছে। স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতা কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি আহমেদ কবির হিমেল ওরফে বিদ্যুতের নেতৃত্বে এ তাণ্ডব চালানো হয়। অন্যদিকে বিদ্যুতের সমর্থকরা বলছেন, অবৈধভাবে রাজিব ঢামেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করেছিল।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে সোমবার মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত যে ঘটনা ঘটলো তাতে প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এ ঘটনা প্রমাণ করেছে, মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর পর ছাত্রলীগ যেভাবে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে চলছিল, এখনো তেমনি চলছে। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য ও দখলদারিত্ব নিয়ে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণহীন কর্মকাণ্ডে এরই মধ্যে একে একে বন্ধ হয়েছে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যগুলোতে বিরাজ করছে অব্যাহত অস্থিরতা। খোদ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপেও ছাত্রলীগ শান্ত হয়নি। তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডও ভীষণ বিব্রত। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে একের পর এক অস্থিতিশীল কর্মকাণ্ড শুধু দলের হাইকমান্ডকে নয়, সাধারণ নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষকেও ভাবিয়ে তুলেছে। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারি করতে নির্দিষ্ট করে দলের কাউকে দায়িত্ব না দেয়ায় সারাদেশে ছাত্রলীগ বেপরোয়া হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং দেশের অন্যান্য বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তেজনা বিরাজ করার প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এর আগে রাজশাহী মহানগরীর আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় এ রকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ফলে ঢামেকে অনুরূপ ঘটনা আবারো ঘটলো।

শিক্ষামন্ত্রী যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আমরা মনে করি ছাত্রলীগকে নিবৃত্ত করার জন্য ছাত্র রাজনীতির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দরকার। কারণ ছাত্র রাজনীতির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি না হলে এখন ছাত্রলীগ নিজেদের মধ্যে কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে, আগামীতে প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোন্দলে জড়াবে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাদের একাধিকবার ডেকে সতর্ক করে দেয়ার পরও যেহেতু তাদের নিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, সেহেতু আগামী এক বছরের জন্য ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। বর্তমান সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ ৯০ দিনও পূর্ণ হয়নি। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে পিলখানার ঘটনা ও বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সরকার অনেক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। এর মধ্যে ছাত্র রাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা সরকারকে আরো বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিচ্ছে। তাই সরকারের স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আগামী এক বছর ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আশা করি, সরকার বিষয়টি ভেবে দেখবে।